ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬২০ (আগরতলা- ১৫। ১০)
সোনামুড়া, ১৫ অক্টোবর, ২০১৮

সরকার রাজ্যের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগামী তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে এক নতুন দিশা নিয়ে কাজ করছে নতুন সরকার। রাজ্যের মানুষকে ভ্রষ্টাচারমুক্ত, নেশামুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর। রাজ্যের সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের ৭ম পে কমিশনের প্রস্তাবিত কাঠামো অনুসরণ করে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে রাজ্য সরকার। গতকাল সন্ধ্যায় মেলাঘরে গ্র্যান্ডিউস ক্লাবের শারদীয় পুজো মন্ডপের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সারা রাজ্যে শারদোৎসব সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পূর্বতন সরকার সাড়ে এগার হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়ে গেছে বর্তমান সরকারের উপর। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার নতুন দিশায় রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। মৎস্য উৎপাদন, দুগ্ধ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাব্রুমে দুই হাজার কানি জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য অত্যাধুনিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আট/দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। রাজ্যের উৎপাদিত ধান সাড়ে সতের টাকা কেজিতে এফ সি আই ক্রয় করবে। তাতে রাজ্যের কৃষকদের বছরে ৭৪০ কোটি টাকা আয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বিরোধীরা রাজ্যে কাজ নেই, খাদ্য নেই বলে সমালোচনা করছে। বাস্তবে, যারা মাদক ব্যবসা করতো, কালোবাজারী করতো তাদের হাতে এখন কাজ নেই। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের সময়ে রেগা প্রকল্পকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হত। আমরা চাই রেগার সঠিক বাস্তবায়ন। রেগায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে গরিব বলে দাবি করতেন কিন্তু আমি মনে করি মুখ্যমন্ত্রী গরিব হতে পারেন না, কারণ তার সঙ্গে রাজ্যের ৩৭ লক্ষ জনগণ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ই-রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছি, তাতে প্রচুর ভূয়া রেশন কার্ডের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। নবগঠিত সরকার এ বছর ঘাটতিহীন বাজেট পেশ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন দাস, বিশ্বজিৎ দাস এবং সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ব্রাহ্মীত কৌর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে গ্র্যান্ডিউস ক্লাবের পূজো মন্ডপ উদ্বোধন করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন।

*****